মার্কসবাদের রূপ ও রূপান্তর এবং ধীরেন্দ্রনাথ সেন

জীবেন্দু রায়

প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন। উনিশ শো একের বিশে অক্টোবর, এখনকার বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় তাঁর জন্ম। বর্ণময় শিক্ষা, সাংবাদিকতা এবং অধ্যাপনার জীবন। সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তদানীন্তন সোভিয়েত সংত্রান্ত বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে যোগ। শেষত একজন বামপন্থীচিন্তাবিদ্ হিসেবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

সমাজ, বিপ্লব, দেশ ও দুনিয়ার ভবিষ্যৎ এবং Society Revolution and the Future এ সংত্রান্ত একটি দ্বি-ভাষিক প্রবন্ধ সংকলন। এতে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার মুখোপাধ্যয়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, অম্লানদত্ত, শিবনারায়ণ রায়, রাধারমণ চত্ররর্তী, শোভনলাল দত্তগুপ্ত প্রমুখের মতো বিশিষ্ট বামপন্থী বিদ্বান মানুষেরা। মুখবন্ধেহীরেন্দ্রনাথ চমৎকার ভাষা এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে এ বইয়ের অন্তর্লীন থীম -এর সঙ্গে আমাদের মানস - সেতুবন্ধন করেন এই মর্মে ঃ

“মানুষ আবার জাগবে সন্দেহ নেই, কিউবা থেকে কাস্ত্রোর জম্বুঘোষণা তো মাঝে মাঝে সবাই শুনি, দেশ-বিদেশে মেহনতী মানুষের পুনরভ্যুত্থান যে ঘটবেই তা আশা করা বাতুলতা নয়। কিন্তু সন্দেহ নেই চলেছি আমরা একটা কঠোর, জটিল সংকট সময়ে, সহজে যে মানুষের সভ্যতা আজকের ঝিায়নী দুবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পাবে তানয়। এর জন্য চাই প্রস্তুতি, চাই প্রত্যয়, তাই অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই নতুন উদ্যমের রাস্তা বের করা এবং সেই পথে এগিয়ে চলা।”

শ্রী মুখোপাধ্যায় অতঃপর লেখেন, “ধীরেন সেন আজ বেঁচে থাকলে যে রণে ভঙ্গ দেবার পরামর্শ দিতেন তা ভাবলে হাসি পায়। তিনি নাম লেখাননি কমিউনিস্ট পার্টির খাতায়, কিন্তু তিনি ছিলেন কার্ল মার্কস যাকে, ‘The party in the grand historical sense of the term’ বলেছিলেন তারই অন্তর্ভূত এক প্রজ্জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক।”
মোটামুটিভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্রে রেখে এ সংত্রান্ত বাংলা এবং ইংরেজি আলোচনাগুলি অগ্রসর হয়েছে।

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি আশর্চ্য ধীশক্তি এবং সাবলীলতায় ছুঁয়ে গেছে রাষ্ট্রতাত্বিক ধীরেন্দ্রনাথের চিন্তার মূল বিন্দুগুলিকে তাঁর স্বপ্ন এবং সীমাবদ্ধতা সহ। আধুনিক একজন মার্কসীয় তাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর ভিন্নতা কোথায়এবং সেই ভিন্নতা কেন অনিবার্য হয়েছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তা অসাধারণ সামর্থ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয় সমকালীন ‘ভারতচর্চা’তেও কীভাবে ড. সেন নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছিলেন। বিনয়কুমার সরকার এবং ভুপেন্দ্রনাথের ঐতিহ্য - পরম্পরাই বহন করেছেন তিনি। মোটকথা রাষ্ট্রতত্ব কেমনভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার উত্তর পর্বে মার্কসবাদ সম্মত হয়ে ওঠে ধীরেন্দ্রনাথ সেনের চিন্তা ও রচনায় শ্রী মুখোপাধ্যায় তার প্রাঞ্জল আলোচনায় প্রকৃতই অনবদ্য। ধীরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রতত্ত্বের অপূর্ণতার দিকও তিনি বাদ দেন নি।
অশোককুমার মুখোপাধ্যয়ের সমাজবিজ্ঞানী ধীরেন্দ্রনাথ সেন আলোচনায় অন্য রচনাগুলির সঙ্গে সংখ্যালঘুর প্রসঙ্গ

পেয়েছে যথোচিত গুত্ব ও বিস্তৃতি।

'Revolution by Consent' বইটিকে সামনে রেখে বাসব সরকারের সন্মতিতে বিপ্লব প্রবন্ধটিও মূল্যবান। তাঁর কথা অনুসারে সন্মতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মতো রাজনৈতিক বিপ্লব যে হতে পারে এবং ভারতে হয়েছে সে কথা যতোদূর জানা যায় ধীরেন্দ্রনাথই প্রথম বলেছিলেন।'
রাষ্ট্রশিক্ষা ও মৌলবাদ নিয়ে নিয়ে চমৎকার সময়োপযোগী আলোচনা করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। আবদুর রউফ-এর প্রবন্ধটিও (সংখ্যালঘু তোষণ জিগিরের পরিণতি কি গৃহযুদ্ধ) ভাববার। কৃষ্ণ ধর-এর আলোচনাটি সমকালীন সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরেন্দ্রনাথের মূল্যায়ন। তার নির্যাস ঃ ড. সেনের সত্যভাষণ ও দূরদর্শিতা ।দুর্গাপ্রসাদ ভট্ট াচার্য আলোচনা করেছেন ড. সেনের বাংলা লেখা নিয়ে।

ইংরেজি অংশটি র প্রথম লেখক শ্রী জ্যোতি বসু। অতি সংক্ষেপে ড. সেনের জীবনকর্মের বিবরণ দেবার পর শ্রী বসু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, No one could ignore his clear coherent views on all the pressing issues of the time. The skill with which he wrote on these issues made him an extremely popular writer.' (Dr. Dhirendranath Sen).

এই বয়সেও ভালো একটি লেখা লিখেছেন (No call for Dirges on Socialism) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
আবেগের ভার বেশি নিঃসন্দেহে । কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যে স্থায়ী বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছেন তা মার্কসবাদে তাঁর অটুট প্রত্যয়েরই অভিজ্ঞান। তবে ধীরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ পৃথকভাবে এ রচনায় তেমনভাবে আসেনি। অম্লান দত্ত লিখেছেন র‍্যা ডিকাল বুদ্ধিজীবীর মানসিকতায় 'Quest For Freedom' -এর কথা।

মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার সূত্রে ধীরেন্দ্রনাথকে অনেক বেশি ধরেছেন শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'Consent? Yes Revolution? No Dr. Dhirendranath Sen: Some Recollections' নামাঙ্কিত রচনায় ।অনেক কথার সঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকের যে মডেল তিনি ড. সেনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যা তিনি এখন আর পাননা --- এই অভিমতটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এব অবশ্যই অনেক না বলা কথার ব্যঞ্জনাবহ।
রাধারমণ চক্রবর্তীর 'the Federal Dilema in India' বিশুদ্ধ তত্ত্বাশ্রয়ী আলোচনা---দীর্ঘকালের রাজনৈতিক বিতর্কই এর প্রেক্ষিত তৈরি করেছে।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত লিখেছেন, 'The Marxism of Dhirendranath Sen : Its Relevance Today'- এর মতো গভীর, প্রাঞ্জল এবং প্রয়োজনীয় একটি দামি প্রবন্ধ। গোত্রে এবং সামর্থ্যে অমলকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা রচনাটিরই যেন প্রতিকল্প এটি। অধ্যাপক দত্তগুপ্ত ক্রম অনুসারে ধীরেন্দ্রনাথের রচনা তথা কর্মধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ছয়ের দশকের সূচনায় যাঁর জীবনাবসান তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী বিষয় সবটা জানা নয়। তা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, কেরল -- পরীক্ষা, জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তিনি উল্লেখ্য চিন্তার পরিচয় রেখে গেছেন। গোঁড়ামির বাঁধি গত্ নয়, মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মানবসভ্যতাকে বাসযোগ্য করার পরিপ্রেক্ষিতেই । সে দায়িত্ব শেষ হবার প্রশ্নই নেই।

অন্যান্য নিবন্ধকারদের মধ্যে আছেন অংশু দত্ত (Orthodoxy and Heterodoxy at Home and Abroad) , বঙ্গেন্দু গ াঙ্গুলি (Marxism and Political Inquiry), গৌতম নিয়োগী (Material Interpretation of Indian History: Problems and Possibilities), অঞ্জনকুমার ব্যানার্জি (Journalism Education : Indian Experience), শিব ানীশঙ্কর চৌবে (Minority Problems in India : an overview) প্রমুখ লেখকরা। স্বাতন্ত্র্য বৈভবে রচনাগুলি বিশিষ্ট।

মোটকথা ধীরেন্দ্রনাথ সেনের জীবন, রূপ কর্ম বা বিশ্বাসবৃত্তের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে সময়ের পট বা প্রেক্ষিতে এর রূপ

এবং রূপান্তরেরই অন্বেষণ। মার্কসবাদের যে প্রয়োগগত রূপান্তর সময়ের দাবির সঙ্গে রেখে নিয়তই অনিবার্য হচ্ছে এবং স্পষ্ট হচ্ছে কতটা পরিবর্তন কীজন্য হল বা হবে এই আলোচনা বিশ্লেষণ তারই সদর্থক দিককে চিহ্নিত করে। তাতে এই মতবাদেরই জীবনীশক্তি প্রমান হয় । মৃত্যুর দীর্ঘ চার দশক পরেও ধীরেন্দ্রনাথ সেনের রচনা বা বিশ্বাস এই মূল্যমান থেকেই তাই এতটা প্রাসঙ্গিক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com